History (PG) Sem - 2, Paper - 202, Unit - 3

Nature of Telengana Movement

আধুনিক ভারত ইতিহাসের সবচেয়ে বড় গেরিলা কৃষক আন্দোলন শুরু হয়েছিল নিজামের রাজ্যের তেলেঙ্গানায়, 1946 খ্রীষ্টাব্দ থেকে 1951 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ঘটে চলা এই আন্দোলনে প্রায় তিরিশ লক্ষ মানুষ যোগ-দিয়েছিলেন, প্রায় তিন হাজার গ্রামে এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল, তেলেঙ্গানা অঞ্চলে দরিদ্র কৃষক শ্রেণী সকল প্রকার রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল, সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ছিল চূড়ান্ত, মুসলিম ও হিন্দু ভূস্বামীদের আর্থিক ও সামাজিক পীড়ন কৃষকদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছিল, নিম্নবর্ণভুক্ত কৃষকদের থেকে জোর পূর্বক বেগার শ্রম 'বেট্টি' আদায় এবং ঋণের জালে জড়িয়ে তাদের দাসে পরিণত করা ছিল প্রচলিত রীতি, অর্থনৈতিক ক্ষোভের সাথে যুক্ত হয়েছিল ধর্মীয় ও ভাষাগত বিরোধ। এরকম পরিস্থিতিতে নিজাম সরকার ও ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের এক অভূতপূর্ব সাড়া পেয়েছিল, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে থাকতে ইচ্ছুক ছিলেন নিজাম, তাই এই সিদ্ধান্তে কংগ্রেস অসন্তুষ্ট ছিল। এক্ষেত্রে কংগ্রেস ও এই আন্দোলনে নৈতিক সমর্থন জানায়।

1946 খ্রীষ্টাব্দের 4th জুলাই তেলেঙ্গানা কৃষক-বিদ্রোহের সূচনা হয়েছিল, নালগোন্ডার জনগাঁও তালুকে জনৈক গরীব চাষীকে বিসুনুরের ভূস্বামী হত্যা করলে আন্দোলনের সূচনা হয়, গরীব চাষীরা কাস্তে, বর্শা, গুলতি, পাথর, লঙ্কার গুঁড়ো ইত্যাদি নিয়ে আক্রমণ ও আত্মরক্ষা চালাতে থাকে, কিন্তু জমিদারদের তীব্র অত্যাচারের মুখে পড়ে কৃষক শ্রেণী গেরিলা যুদ্ধ-পদ্ধতির আশ্রয় নেন, 10 থেকে 120 জন সদস্য নিয়ে এক একটি সশস্ত্র গেরিলা বাহিনী গঠিত হয়, বেশ কিছু অঞ্চলে বিদ্রোহীদের মুক্তাঞ্চলে পরিণত হয়েছিল, এই সকল স্থানে 'বেট্টি' ও 'ভেতবন্দী' প্রথাগুলি কমিউনিস্টদের উদ্যোগে লুপ্ত করা হয়েছিল, অন্যায় ভাবে দখল করা জমি পুনরায় কৃষকদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়, গেরিলা যুদ্ধের অন্যতম নেতা সুন্দরাইয়ার বিবরণ থেকে জানা যায় মুক্তাঞ্চল গুলিতে সামাজিক সংস্কারের কাজে বিদ্রোহীরা উদ্যোগী হয়েছিলেন, সেচের উন্নতি, কলেরা রোগের প্রতিরোধ, মেয়েদের সামাজিক মর্যাদার উন্নয়ন, অস্পৃশ্যতা নিবারণ ইত্যাদির প্রতি তারা গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন, 1948 খ্রীষ্টাব্দের শেষদিকে অন্তর্নিহিত দুর্বলতার জন্য আন্দোলনের তীব্রতা হ্রাস পায় সাধারণ মানুষের সমর্থন হারিয়ে তাৎপর্যহীন হয়ে পড়ে।

Scanned with CamScanner

ডঃ সুমিত সরকারের মতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে তেলেঙ্গানা বিদ্রোহের সাফল্য তুচ্ছ করার মতো নয়, সর্দার প্যাটেল, ভি.পি. মেননের মত নেতা-গন যখন নিজামের সঙ্গে আপোষ করার কথা ভাবছিলেন তখন এই কৃষক আন্দোলনের ফলেই ভারতের সবচেয়ে বড় রাজন্যশাসিত রাজ্যে সামন্ততান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী শাসনের অবসান নিশ্চিত হয়েছিল, রাষ্ট্রের সঙ্গে হায়দ্রাবাদ রাজ্যের অন্তর্ভুক্তির ফলে ভাষাভিত্তিক অন্ধ্রপ্রদেশ গঠনের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছিল।